মুসলিম বিশ্বে সাড়া জাগানো অমর গ্রন্থ-

# তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

**(সব খণ্ড একত্রে)**

**রাহনুমা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ-**

⇨ **তারবিয়াতুস সালিক** (১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

⇨ **নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন**
মূল ঃ ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

**মাওলানা তারিক জামিল**

⇨ **আল্লাহ্‌র পরিচয়**
অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

**অসাধারণ তাবলিগী সফরনামা**

⇨ **ইয়েমেনে এক শ বিশদিন**
প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

**কিশোর সিরিজ**

⇨ **প্রিয় নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম**
প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

⇨ **কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী**
মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী

**বিচারপতি আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি**

⇨ **হাদিসের প্রামাণ্যতা**
অনুবাদ ঃ মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী

**বিচারপতি আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি**

⇨ **সমাজ সংশোধনের দিক নির্দেশনা**
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম

⇨ **প্রচলিত ভুল**
লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা

⇨ **ঈমান সবার আগে**
লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা

⇨ **সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা ও অনুমতি প্রার্থনা**
মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন দোস্ত সাহেব
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী

মুসলিম বিশ্বে সাড়া জাগানো অমর গ্রন্থ-

# তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

**(সব খণ্ড একত্রে)**

**ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা**

মাওলানা মাসউদুর রহমান

অনূদিত

**প্রকাশনায়**

**রাহনুমা প্রকাশনী™**

# তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

**মূল**
ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা

**অনুবাদ**
মাওলানা মাসউদুর রহমান

**সম্পাদনা**
রাহনুমা সম্পাদনা বিভাগ

**তৃতীয় মুদ্রণ** জুলাই ২০১৩
**দ্বিতীয় মুদ্রণ** অক্টোবর ২০১২
**প্রথম প্রকাশ** আগষ্ট ২০১১

**প্রকাশনা সংখ্যা**
২

**সর্বস্বত্ব**
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

**প্রচ্ছদ**
মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

একমাত্র পরিবেশক
**রাহনুমা প্রকাশনী**
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৯১৫-৪৬২৬০৮

**মূল্য ঃ ৪০০/- (চার শ টাকা মাত্র)**

TABEYEDER EMANDIPTO JIBON
Writer: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha, Translated by- Mawlana Maswoodur Rahman,
Published by: Rahnuma Prokashoni, Price: Tk. 400.00, US $ 20.00 only.

**ISBN 978-984-33-3777-1**

E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

# অনুবাদকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের; যিনি তাঁর প্রিয় তাবেঈনের জীবনধারা সম্বলিত বরকতময় গ্রন্থ 'তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন' সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে তুলে দেওয়ার তাওফীক এই নগন্যকে দান করলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি লক্ষ-কোটি সেজদায়ে শোকর। আল্‌হামদুলিল্লাহ। দয়াময়ের দরবারে অক্ষম হৃদয়ের ব্যকুল প্রার্থনা- হে আল্লাহ! তুমি মেহেরবানী করে আমাদের এই প্রচেষ্টা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবূল করে নাও। আমীন।

গ্রন্থটি বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মরহুম ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহির কালজয়ী গ্রন্থ 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন' এর বাংলা অনুবাদ। উচ্চশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত মহান এই লেখক ছিলেন আরবী-ভাষা ও সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। গ্রন্থের আকর্ষণীয় ভাষা, চমৎকার সাহিত্যরস আর শব্দালঙ্কারের অপূর্ব সৌন্দর্য লেখককে করেছে অসাধারণ জনপ্রিয়। তাঁর রচনাবলী ও এর বিষয়াদি বাহুল্য বর্জিত ও সনদভিত্তিক বলে আরববিশ্বে শুধু বহুলপঠিতই নয় বরং ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

সাউদী আরবের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন' গ্রন্থটি মানব জীবন তথা চরিত্র গঠনে ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বিবেচিত হওয়ায় এর মূল্যবান অংশগুলো দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় পাঠ্য হিসাবে সংযোযিত হয়। এছাড়া সরকারীভাবে একে কয়েক খণ্ডে পৃথক পৃথক ভাবে ছেপে সারাদেশে প্রচারের উদ্যেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। সেখানের 'এযাআতুল কুরআনিল কারীম' রেডিও এখনও লেখকের মধুর কণ্ঠে এই জীবনীগুলোর অডিও নিয়মিত সম্প্রচার করে থাকে।

তাবেঈনের জীবনী আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রাণপ্রিয় নবীজীর শিক্ষায় আলোকিত সাহাবীদের যাপিত জীবন বারবার এসে যায়। কেননা এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য তাবেঈগণের জীবন গঠিত হয়েছে তাদেরই পরশে। তাঁরা বারবার আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের কাছেই

ছুটে গেছেন শিক্ষা নিতে। তাদের সান্নিধ্য পেতে, সেবা দিতে, উপদেশ নিতে। এভাবে শিক্ষক হিসাবে যাদের জীবন এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁরাই হলেন প্রিয় নবীর প্রিয় সাহবায়ে কেরাম। যাদের নামের পর বলতে হয় 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মহিলা হলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহা', দুজন হলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা', দুজনের অধিক হলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'। অর্থ আল্লাহ তাঁর বা তাঁদের প্রতি প্রীত ও সন্তুষ্ট।

তাঁদের শাগরেদ ও শিষ্য তাবেঈদের নামের শেষে বলতে হয় 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' অর্থ তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

লেখক তাঁর এই অমর গ্রন্থে যাদুকরী রচনাশৈলী দিয়ে ইসলামের সোনালী যুগের স্বর্ণালী সময়কে তুলে ধরেছেন অতি নিখুঁতভাবে। তাবেঈগণের জীবন ও জীবনীর নানা চিত্র তিনি উপস্থাপন করেছেন এমন মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে যা পাঠক হৃদয়কে করবে পুলকিত, শিহরিত। পাঠক কখনও হবেন আবেগ আপ্লুত আবার কখনও জাহান্নামের ভয়ে শঙ্কিত। কখনও তার মনের গভীরে সৃষ্টি হবে অনুশোচনার ঝড়। কখনও তার দুচোখে নামবে অশ্রুরবান।

লেখকের রচনার রয়েছে এক বিশেষ ধরণ, যার মাধ্যমে তিনি পাঠককে 'নীরস পাঠকর্মের' গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে দেন নি। তিনি চেয়েছেন পাঠককে দর্শকের ভূমিকায় উন্নীত করতে। তিনি 'অমুক সনের অত তারিখের ঘটনা' ইতিহাস বর্ণনার এই চিরাচরিত ধারা ত্যাগ করে গ্রহণ করেছেন এক অভিনব ধারা। পাঠককে সঙ্গে নিয়ে তিনি সরাসরি পৌঁছে গেছেন ঘটনাস্থলে। যেমন- 'আমরা এখন হিজরী ৯৭ সালের দশই জিলহজ্জে আর ঐ যে দেখ পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর বাইতুল্লাহ...' এভাবেই লেখক যেন পাঠকের সঙ্গে একত্ম হয়ে অতীত ঘটনার চলমান ধারাকে দুচোখ মেলে দেখছেন; আর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন।

## তাবেঈন কারা

যাঁরা সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী। যাঁরা আল্লাহর সকল ফয়সালায় পরিপূর্ণ রূপে সমর্পিত। যাঁরা অনুকূল-প্রতিকূল সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়ই যাঁরা আল্লাহর হুকুম পালনে ছিলেন তৎপর। যাদের ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল পাহাড়ের

মতো যেমনি অনড় তেমনিই অটল। এলেম হাসিলের জন্য যাদের জীবনের সর্বস্ব ছিল উৎসর্গীত। যাঁদের রাত কাটত জায়নামাযে দাঁড়িয়ে, রুকূ, সেজদা আর মুনাজাতে চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে। আর কত দিন কত রাত কাটত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ময়দানে জানবাজীতে! যাঁরা ছিলেন কুরআন সুন্নাহর জন্য পাগল পারা, কালামুল্লাহর তিলাওয়াতের ধ্যানে মাতোয়ারা। যারা ছিলেন দিলের মধ্যে কুরআনী নূরের তাজাল্লী আকর্ষণকারী, সীনার মধ্যে জ্যোতির্ময় দিল ধারণকারী। আর ছিলেন দুনিয়ার যাবতীয় আরাম আয়েশ, সম্পদ সম্ভোগকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞাকারী।

যে চাটাইয়ের আসনে উপবেশনকারীদের আস্তানায় এসে সম্পদ ও শক্তির পূজারীরা বশ্যতা স্বীকার করত, যাদের অন্তরে থাকত রাজা-বাদশাহদের ঐশ্বর্য যদিও তাদের পোশাক থাকত তালিযুক্ত। তাঁরা জালিম শাসকের সামনে হন নি কখনও নত আর হন নি কখনও ভীত। অত্যাচারী শাসকের মুখের উপর হক কথা বলতে হয় নি কখনও যাদের আওয়াজ প্রকম্পিত। এরাই তাঁরা যাঁরা লাভ করেছিলেন সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য। অর্জন করেছিলেন তাঁদের ফয়েয লাভের বিরল সৌভাগ্য। যেই মহান মণীষীদের যুগকে প্রাণপ্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মুবারক 'শ্রেষ্ঠ যুগ' এর আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরাই ছিলেন আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া, তাঁদেরই প্রিয় শিষ্যবৃন্দ তাবেঈন রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। তাঁরাই সাহবায়ে কেরামের আদর্শের এমনই অনুসরণ করেছিলেন যাঁর ফলে সহাবাদের মতোই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্যও প্রীতি ও সন্তুষ্টির ঘোষণা দান করেছেন। এরশাদ করেছেন-

والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه

অর্থ- এবং যারা পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁদের (প্রথম পুরাতন মুহাজির ও আনসার সাহবীদের) অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

হযরত কাতাদাহ বর্ণিত তাফসীর মতে আলোচ্য আয়াতাংশ 'পূর্ণাঙ্গরূপে তাঁদের (সহাবাদের) অনুসরণকারী' বলে তাবেঈদেরকে বুঝানো হয়েছে।

## তাবেঈদের তাবাকা বা শ্রেণী

যে তাবেঈর জন্ম নবী যুগের যত বেশি নিকটতম, যিনি যত বেশি সহাবীর সাক্ষাতপ্রাপ্ত, ঈমান, আমল ও দীনের খিদমতে ভূমিকা যার যত বেশি তাবেঈ জামাতের মধ্যে তাঁর তাবাকা (শ্রেণী) তত উন্নত।

ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭৪৮হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'তে তাবেঈদেরকে ছয়টি তাবাকায় ভাগ করেছেন। প্রত্যেক তাবাকায় তিনি শ শ তাবেঈর জীবনীও উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রদত্ত তালিকা হিসাবে আমরা শুধু এই গ্রন্থে উল্লেখিত তাবেঈগণের ছোট্ট একটি তাবাকার তালিকা পাঠকদের খেদমতে তুলে ধরলাম।

### প্রথম তাবাকা

-মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১০হি.- ৩৮হি.)
-ওয়ায়েস (আল) করণী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৩৭/৩৮ হি.)
উক্ত দুজনের জীবনী এ গ্রন্থে নেই।
-কাযী শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-আহনাফ ইবনে কায়েস রহমাতুল্লাহি আলাইহি

### দ্বিতীয় তাবাকা

-আতা ইবনে আবী রাবাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-আমের ইবনে শুরাহবীল আশশাআবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী (যয়নুল আবেদীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
-সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-তাউস ইবনে কাইসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর রহমাতুল্লাহি আলাইহি

### তৃতীয় তাবাকা

-ইয়াস ইবনে মুআবিয়া আল মুযানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

**চতুর্থ তাবাকার** কোনো তাবেঈর জীবনী এই গ্রন্থে নেই।

**পঞ্চম তাবাকা**

-আবদুল মালিক ইবনে উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি
-আবূ হানীফা, নূমান ইবনে সাবেত রহমাতুল্লাহি আলাইহি

**ষষ্ঠ তাবাকার** কারো জীবনীও এই গ্রন্থে নেই।

কোনো কোনো তাবেঈর জন্ম হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যে না পাওয়ার ফলে তিনি সাহাবী হতে পারেন নি। যেমন ওয়ায়েস করণী, নিঃসঙ্গ মাতাকে রেখে তিনি রাসূলের সাক্ষাতের জন্য আসতে পারেন নি। আবূ মুসলিম আল খাওলানী মদীনার কাছাকাছি পৌঁছার পরও তিনি রাসূলের সাক্ষাত পান নি, পেয়েছিলেন তাঁর ওফাতের সংবাদ।

তাবেঈদের অনেকের জন্ম মক্কার পবিত্র ভূমিতে। অনেকের মদীনায়। আবার অনেকের জন্ম এই দুই পূণ্যভূমির সন্নিকটে। অনেকের জন্মস্থান মক্কা মদীনা থেকে দূরে বহুদূরে ইরাকের কূফা বা বসরায়, ইয়েমেন বা মিসরে। জন্মকাল ও জন্মস্থান যাই হোক প্রত্যেক তাবেঈ তাঁদের জীবনে এক বা একাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ অবশ্যই করেছিলেন। উপরোক্ত অঞ্চলগুলো ছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম বিদায় হজ্জের পর পরই বিদায়ী বাণী নিয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন যার ফলে সে সব অঞ্চলেও বহু মানুষ তাবেঈর মর্যাদা লাভ করেছিলেন সাহাবীদের চাক্ষুস সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে।

এছাড়া অনেক সাহাবী ছিলেন দীর্ঘজীবী। ফলে হিজরতের সত্তর বা আশি বছর পর জন্ম হলেও অনেকেই সাহবীগণের সাক্ষাৎ পেয়ে তাবেঈ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। জগৎ বিখ্যাত মণীষী ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি আশি হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেও তাবেঈর মর্যাদায় ভূষিত হন হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে। স্মরণীয় এমন একজন ইমাম ও তাবেঈর বিশাল খেদমতের কথা কারও অজানা নয়।

তেরশ বছর ধরে বিশ্বে প্রায় অর্ধেক মুসলিম জনগোষ্ঠি তাঁর ও তাঁর মাযহাবের উলামায়ে কেরামের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করে চলেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর জীবনী কিছুটা আলোচিত হয়েছে।

## সাহাবী ও তাবেঈদের জীবনী পড়ার লাভ

তাবেঈগণ ছিলেন সহাবাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি। তাঁদের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণই এই উম্মতের মুক্তির একমাত্র পথ। তাবেঈগণ সেই পথেই নিজেদের জীবন পরিচালিত করে মহান আল্লাহর প্রীতিভাজন হয়েছেন। সাহাবী হযরত উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায়বিচার ও চরম ন্যায়পরায়নতার হুবহু চিত্র দেখা যায় তাবেঈ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসন আমলে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞানগর্ভ নসীহত ও এবাদত হুবহু দেখা যায় হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের অকল্পনীয় যুহ্দের চিত্র তার জীবনীতে দেখুন- তিনি যুবরাজের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন হত দরিদ্র যুবক আবূ ওদাআর সঙ্গে। এভাবেই জীবনকে আল্লাহ ও আখেরাতমুখী বানানোর জোরাল উপদেশ ও নির্দেশনা রয়েছে এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। বিশেষত লেখক সকল তরুণ-তরুণীকে এই গ্রন্থ পাঠ করে ঈমানী নূর ও ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই স্নেহের বশে 'আপনি'র স্থানে 'তুমি' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করেছেন।

প্রিয় পাঠক! মহান তাবেঈদের জীবনী আমাদেরকে মজবুত ঈমান ও নির্মল চরিত্র গঠনে উজ্জীবিত করুক। আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা অর্জনে এ গ্রন্থ আমাদের প্রেরণা হোক। জান্নাত-জাহান্নামকে ভুলে দুনিয়ার মোহ- মায়ায় জড়ানো আমাদের জীবনের মহাভ্রান্তি দূর হোক। তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন পাঠ করে আমাদের জীবন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দীপ্ত ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠুক। 'আমীন'

বিনীত–

**মাসউদুর রহমান**

কমলাপুর, কুষ্টিয়া

## লেখকের দুআ

হে আল্লাহ্! আমি নির্ভরযোগ্য সুনির্বাচিত তাবেঈদের এমন ভালোবাসি,

যার চেয়ে অধিক ভালো আমি প্রাণপ্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের ছাড়া আর কাউকেই বাসি না।

সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে মহাত্রাসের দুর্দিনে 'এইদল' (তাবেঈগণ) অথবা 'ঐদলের' (সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর) যে কোনো একজনের পাশে আমাকে একটুখানি স্থান করে দিয়ো।

তুমি তো জানো আমি শুধু তোমার জন্যই তাদের ভালোবাসি ইয়া আকরামাল আকরামীন।

–আবদুর রহমান

# ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহি

- জন্ম - ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।

জন্মস্থান – সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 'আরীহা' শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষা 'হলব' শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী মিশর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উসূলুদ্দীন' (ধর্ম) অনুষদ থেকে। সব শেষে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স, মাষ্টার্স ও পি.এইচ.ডি.।

- কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। এরপর দামেস্কের 'দারুল কুতুব' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।
- সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং 'অলঙ্কার ও সমালোচনা' বিভাগের চেয়ারম্যান, 'মজলিসে ইল্‌মী'র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন।

মরহুম ড. আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন, বহু চিন্তাশীল, গবেষক তাঁর পূর্বেও এ কাজ করেছেন... তবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পূর্বসূরীদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও স্বার্থক রূপায়ন ঘটাতে। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সভাপতিত্বে 'রাবেতা আল আদাবুল ইসলামী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও বহু সংস্থা ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।

• মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহা' গোরস্থানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাদেরকে তিনি সর্বাধিক ভালোবাসতেন এবং যাদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা - চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন।

**অর্পণ–**

আমার আম্মা ও আব্বাকে।
তাঁদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ূর প্রত্যাশায়...
আখেরাতে তাঁদের জান্নাতী জীবনের প্রার্থনায়...

–অনুবাদক

# সূচীপত্র

১। আতা ইবনে আবী রাবাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....১৭
২। আমের ইবনে আবদুল্লাহ তামীমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....২৮
৩। উরওয়াহ্ ইবনুয যুবাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....৪২
৪। রাবী ইবনে খোসাইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি .....৫৭
৫। ইয়াস ইবনে মুআবিয়া আল মুযানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....৬৯
৬। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর পুত্র আবদুল মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....৮২
৭। হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....৯৪
৮। কাজী শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....১০৮
৯। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....১২০
১০। রাবীআ আর রায় রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'এক'.....১৩১
১১। রাবীআ আর রায় রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'দুই'.....১৩৮
১২। রজা ইবনে হাইওয়াহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....১৪৮
১৩। আমের ইবনে শুরাহবীল আশশাআবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....১৬৪
১৪। সালামাহ ইবনে দিনার ওরফে আবু হাযেম আরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....১৭৫
১৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....১৮৬
১৬। সাঈদ ইবনে জুবাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....১৯৭
১৭। মুহাম্মদ বিন ওয়াসে আল আযদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'এক'..২১৩
১৮। মুহাম্মদ বিন ওয়াসে আল আযদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'দুই'...২২১
১৯। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....২৩৩
২০। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব.....২৪১

২১। তাউস ইবনে কাইসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি
মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সাকাফীর সঙ্গে.....২৫৫
২২। তাউস ইবনে কাইসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....২৬২
২৩। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর
রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....২৭২
২৪। ছিলাহ ইবনে আশয়াম আল আদাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....২৮৩
২৫। উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....২৯৩
২৬। যয়নুল আবেদীন আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী
রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....৩০২
২৭। আবু মুসলিম আল খাওলানী আবদুল্লাহ ইবনে
সুওয়াব রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....৩১৭
২৮। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর
রহমাতুল্লাহি আলাইহি উমর ফারূকের পৌত্র.....৩২৯
২৯। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....৩৩৮
৩০। আব্দুর রহমান আল গাফেকী রহমাতুল্লাহি
আলাইহি মুসলিম স্পেনের গভর্নর.....৩৪৭
৩১। আব্দুর রহমান আল গাফেকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি
শহীদী মঞ্চের বিখ্যাত বীর.....৩৬০
৩২। আন নাজাশী আছহামা ইবনে আবজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি...৩৭২
৩৩। রুফাই ইবনে মেহরান আবুল আলিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি...৩৯৩
৩৪। তামীম গোত্রের সরদার আল আহনাফ ইবনে ক্বায়েস
রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'এক'.....৪০৫
৩৫। উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুর এর হাতে গড়া
আহনাফ ইবনে ক্বায়েস রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'দুই'.....৪১৫
৩৬। আবু হানীফা আন নুমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি.....৪২৯
৩৭। আবু হানীফা আন নুমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি
মেধা ও প্রতিভার কয়েকটি বিরল চমক.....৪৩৮

## আতা ইবনে আবী রাবাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

একমাত্র আল্লাহর জন্য ইল্‌ম শিখেছে এমন মানুষ আমি মাত্র তিনজনই দেখেছি। আতা... তাউস... মুজাহিদ...

-সালামা ইবনে কুহাইল

আমরা এখন হিজরী ৯৭ সালের জিলহজ্জ মাসের শেষ দশকে।

আমাদের সামনে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর বাইতুল্লাহ। যা এখন পৃথিবীর সকল প্রান্ত, অলি-গলি, গিরিপথ ও রাজপথ পেরিয়ে আসা অগণিত মানুষের ভিড়ে তরঙ্গায়িত।

এখানে, এই কাবা শরীফে যেন ঢল নেমেছে মানুষের। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো ছুটে এসেছে তারা।

এসেছে পায়ে হেঁটে...

সওয়ার হয়ে...

এসেছে নারী, পুরুষ...

যুবা ও বৃদ্ধ...

নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ।

যাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই,

শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, আরব-অনারব, রাজা-প্রজা সব এখন একাকার।

এদের প্রত্যেকেরই পরিচয় একটি– আবদুল্লাহ। (আল্লাহর বান্দা)

এদের সকলের আদর্শও একটি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এদের সকলের জীবন বিধানও একটি– কালামুল্লাহ। (কুরআন)

এরা সকলেই একমাত্র প্রভুর দরবারে আজ সমবেত।

এদের সর্বাঙ্গ এখন তাঁরই ভয়ে প্রকম্পিত।

প্রত্যেকের মুখেই এখন 'লাব্বাইক' এর গুঞ্জরিত সুর ধ্বনিত।

সকলেরই হৃদয় এখন মাগফিরাতের প্রত্যাশায় আলোড়িত।

***

আর ঐ যে তাওয়াফ করছেন, তিনি হলেন বিখ্যাত খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক।*

আহা! তাঁর শরীরেও ঐ একই পোশাক–একপ্রস্থ চাদর ও ইযার।

মাথায় নেই শাহী মুকুট, শরীরে নেই শাহেনশাহী পোশাক। তিনিও সাধারণ প্রজাদের মতো খোলা মাথায় অন্য মুসলিম ভাইদের মতো সাদা-সিদে পোশাকে বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছেন।

পিছনে রয়েছে তাঁরই দুই পুত্র।

পূর্ণিমা চাঁদের মতো ফুটফুটে দুটি বালক।

সদ্যফোটা গোলাপ পাপড়ীর মতো সজীব ও মসৃণ।

খলীফা তাওয়াফ শেষ করেই এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন–

'উনি কোথায়?'

'ঐ যে... নামায পড়ছেন...'

–মসজিদুল হারামের পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।

খলীফা সেই দিকে রওনা হলেন। পিছে পিছে তাঁর দুই ছেলে।

খাস কর্মচারীরা পথের ভিড় সাফ করতে তার সঙ্গে যেতে চাইল। খলীফাই নিবৃত্ত করলেন ওদেরকে।

তিনি বললেন–

'এই পবিত্র স্থানে রাজা-প্রজা সবাই সমান। তাকওয়া ছাড়া এখানে অন্য কিছু বিবেচ্য নয়। এখানের অনেক এলোমেলো কেশ ও মলিন বেশধারী মুত্তাকীর এমন মর্যাদা থাকতে পারে আল্লাহর কাছে, যা কোনো রাজা-বাদশার নেই।'

একথা বলেই তিনি সেই নামাযরত মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁকে নামাযেই মশগুল পেলেন। দেখলেন তিনি কখনও দীর্ঘ রুকুতে, কখনও দীর্ঘ সেজদায় একেবারে যেন ডুবে যাচ্ছেন।

দেখলেন–

---

* সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক– উমাইয়াদের একজন বিখ্যাত খলীফা। তার পরেই ইসলামী জাহানের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

বহু মানুষ বসে আছেন, তাঁর পিছনে, ডানে ও বামে।

খলীফা বসলেন। সেখানেই। সেই সবলোকের পেছনে, যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে।

পুত্র দুজনকেও বসতে বললেন।

কুরাঈশী দুই কিশোর ভাবতে লাগল–

'ইনি কে? যার জন্য খোদ আমীরুল মুমিনীন আম জনতার সঙ্গে বসে অপেক্ষা করছেন?!'

***

এক সময় নামায শেষ হল।

তিনি জনতার দিকে ঘুরে বসলেন। খলীফা তাঁকে সালাম দিয়ে নিজেই কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে এক একটি করে হজ্জের মাসায়েল জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও এক একটি করে সকল প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়ার ফলে সম্ভাব্য প্রশ্নের কোনো সুযোগই দিলেন না। প্রতিটি জবাবের দলীল হিসাবে তুলে ধরলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস।

প্রশ্ন শেষ হলে খলীফা 'জাযা-কাল্লা-হু খায়রান' বলে ধন্যবাদ দিলেন।

এরপর দুই পুত্রকে নিয়ে সাঈর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে দুই বালক শুনতে পেল এই ঘোষণা–

'ভাইসব! এই অঞ্চলের একমাত্র মুফতী 'আতা ইবনে আবী রাবাহ। তাঁর অনুপস্থিতিতে আবদুল্লাহ ইবনে আবী নাজীহ। এ দুজন ছাড়া অন্য কেউ এখানে ফত্ওয়া প্রদান করতে পারবে না।'

এ ঘোষণা শুনে একপুত্র খলীফাকে জিজ্ঞাসা করল–

'আমীরুল মুমিনীনের লোকেরাই ঘোষণা দিচ্ছে–

'আতা ইবনে আবী রাবাহ এবং তাঁর নায়েব ছাড়া কাউকে ফত্ওয়া জিজ্ঞাসা করা যাবে না, তাহলে আমরা কেন ঐ লোকটির কাছে গেলাম, খলীফার প্রতি যার যথার্থ সম্মান ও উপযুক্ত মর্যাদাবোধ নেই?'

খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক পুত্রকে বললেন–

'বেটা! এই যে মানুষটিকে তুমি দেখলে; যার অসামান্য মর্যাদার কারণে তাঁর কাছে খলীফাকেই এগিয়ে যেতে দেখে এলে তিনিই মসজিদুল হারামের

প্রধান মুফতী আতা ইবনে আবী রাবাহ। তিনিই এই মহান মসনদে 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুযোগ্য উত্তরসূরী।'

এরপর তিনি আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন–

'বাবারা! তোমরা ইল্‌ম শিক্ষা কর। ইল্‌মের কারণে তুচ্ছ ব্যক্তিও মহান হয়ে যায়। অখ্যাত ব্যক্তি আরোহণ করে খ্যাতির শীর্ষচূড়ায়। ক্রীতদাসরাও হয়ে যায় রাজা-বাদশার মতো উচ্চ মর্যাদাবান।'

***

ইল্‌ম সম্পর্কে সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক এর কথাটি মোটেও অতিরঞ্জিত নয়।

খোদ আতা ইবনে আবী রাবাহ ছিলেন শৈশবে এক মহিলার ক্রীতদাস।

একমাত্র ইলমের কারণে একজন হাবসী গোলাম হয়েও কী অপূর্ব মর্যাদাই না পেয়েছেন!

তিনি শৈশব থেকেই ছিলেন ইলমের প্রতি ভীষণ অনুরাগী। তখন থেকেই সময়কে ভাগ করে নিয়েছিলেন তিন ভাগে।

এক- মনিবের জন্য। এসময় তিনি মনিবের হক পালনে এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকতেন।

দুই- আল্লাহর জন্য। এসময়ে তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগ, ইখলাস ও ভক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহর ইবাদত করতেন।

তিন- ইলমের জন্য। এ সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত সাহাবীদের সান্নিধ্যে কাটাতেন। তাঁদের বিশাল (ইলমের) চাক থেকে খাঁটি মধু আহরণ করতেন।

তিনি যাদের কাছে ইল্‌ম শিখেছেন, তারা হলেন হযরত আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। ফলে ফিক্‌হ ও হাদীসের অসামান্য ইলমে তাঁর হৃদয় ছিল ভরপুর।

***

মক্কাবাসিনী মনিব যখন বুঝতে পারলেন– তার ক্রীতদাস আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে, ইলমের পথে নিজের জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে, তখন মনিব হিসাবে তিনি নিজের হক প্রত্যাহার করে নিয়ে আল্লাহর

সন্তুষ্টির আশায় তাকে আযাদ করে দিলেন। এই আকাঙ্ক্ষায় যে, তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণ হবে।

সেদিন থেকেই আতা ইবনে আবী রাবাহ বাইতুল্লাহকেই বানালেন নিজের ঠিকানা।

একেই বানালেন মাদ্‌রাসা।

একেই বানালেন ইবাদত খানা।

এমনকি ঐতিহাসিকগণ বলেন–

'প্রায় কুড়ি বছর ধরে মসজিদুল হারামের মাটিই ছিল আতা ইবনে আবী রাবাহ-এর বিছানা।'

***

আতা ইবনে আবী রাবাহ ইলমের ঐ শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করেছিলেন, যেখানে সমকালীন দু-একজন ছাড়া আর কেউই পৌঁছুতে পারেন নি।

একবার বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় এলেন... বহু মানুষ তাঁর কাছে ফত্ওয়ার জন্য ভিড় করলে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন–

'হে মক্কার লোকেরা! আমি অবাক হচ্ছি যে, আতা ইবনে আবী রাবাহ থাকা সত্ত্বেও তোমরা ফত্ওয়ার জন্য এসেছ আমার কাছে!'

***

আতা ইবনে আবী রাবাহ-এর ছিল দুটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা তাঁকে দীন ও ইলমের সর্বোচ্চ মর্যাদার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল–

এক- নিজের খাহেশাত ও প্রবৃত্তির উপর ছিল তাঁর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ফলে নফসকে তিনি কখনোই ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় উপভোগের সুযোগ দেন নি।

দুই- নিজের সময়ের ব্যাপারে ছিলেন এমন কঠিন সচেতন যে অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজে সামান্য সময়ও নষ্ট হতে দেন নি।

কুফানগরীর একজন বিশিষ্ট আলিম ও আবিদ মুহাম্মদ ইবনে সুকাহ তাঁর একদল দর্শনার্থীকে বলেন–

'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা শোনাব যার দ্বারা তোমরা হয়ত উপকৃত হবে যেমন আমি হয়েছি?'

তারা সবাই বললেন–

'অবশ্যই।'

'একদিন আতা ইবনে আবী রাবাহ আমাকে বললেন– হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমাদের মহান পূর্বসুরীগণ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাই বলতেন এবং শুনতেন। অপ্রয়োজনীয় কথা তারা মোটেও পছন্দ করতেন না।'

'চাচা! তাঁদের মতে 'প্রয়োজনীয়' ও 'অপ্রয়োজনীয়' বিষয় দুটোর একটু ব্যাখ্যা দিবেন কি?'

'তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় কথা ছিল পাঁচ ধরনের–

(ক) কিতাবুল্লাহ্‌র তিলাওয়াত ও তার আলোচনা...

(খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রেওয়ায়াত এবং তার আলোচনা...

(গ) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ...

(ঘ) ইলমের আলোচনা...

(ঙ) জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় কথা...

এগুলো ছাড়া আর সবই ছিল তাঁদের কাছে অপ্রয়োজনীয়।

এরপর তিনি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন–

তোমরা কি এসব আয়াত অস্বীকার করবে–

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ

অর্থ- 'অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছেন। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।' – ইন্‌ফিতার ঃ ১০-১১

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ- 'এবং তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছেন দুজন ফেরেশতা যারা ডানে ও বামে বসে আমল গ্রহণ করেন। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।' কাফ ঃ ১৭-১৮

এরপর তিনি বললেন–

'আমাদের কারো সম্মুখে যদি প্রতিদিনের আমলনামা প্রকাশ করা হয়, তবে কি সে নিজের অধিকাংশ বেহুদা আমল দেখে লজ্জিত হবে না?

সেকি আফসোস করে বলবে না– হায় হায়! অধিকাংশ আমলই তো দীন-দুনিয়ার সঙ্গে সংশ্রবহীন।'

***

আতা ইবনে আবী রাবাহ-এর ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন বহু শ্রেণীর এমন অনেক মানুষ যাদের মধ্যে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম, রয়েছেন বিভিন্ন পেশাজীবী, শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন–

'আমি মক্কায় হজ্জ সংক্রান্ত পাঁচটি ভুল করেছিলাম, যেগুলো আমাকে সংশোধন করে দিয়েছিলেন জনৈক নাপিত।'

ঘটনাটি ছিল এরকম–

আমি ইহরাম মুক্ত হবার জন্যে এক নাপিতের কাছে মাথা কামাতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম–

'মাথা কামাতে কত নিবা?'

'হাদাকাল্লাহ! (আল্লাহ্ তোমার ভ্রান্তি দূর করুন) ইবাদতের মধ্যেও দামাদামি চলে? বসে পড়, যা পার দিয়ো।'

–বিস্মিত হয়ে নাপিত কথাগুলো বলল।

ভীষণ লজ্জিত হয়ে আমি বসে পড়লাম তার সামনে।

নাপিত– 'জান না এ সময় কেবলামুখী হয়ে বসতে হয়?'

আরও একটি ভুল করাতে আমার লজ্জা আরও বেড়ে গেল।

এরপর মাথার বাম দিক আমি তার সামনে এগিয়ে ধরলাম। এটাও সে সংশোধন করল। বলল ডানদিকটা দাও।

সে মাথা কামাতে লাগল আর আমি নীরবে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত রইলাম। কিন্তু সে আবারও মুখ খুলল–

'আরে! তুমি দেখছি একেবারে মুখ বন্ধ করে রয়েছ!

তাকবীর বল।'

আমি তাকবীর বলতে লাগলাম। মাথা কামানো শেষ হয়ে গেল। গন্তব্যে ফেরার জন্য যেই রওনা হলাম সে জিজ্ঞাসা করল–

'কোথায় যাচ্ছ?'

'আমার গন্তব্যে।'

'আগে দু-রাকাত নামায পড়, তারপর যেখানে খুশী যাও।'

আমি নামায পড়লাম। এরপর ভাবতে লাগলাম–

একজন নাপিতের পক্ষে এসব কথা কি করে জানা সম্ভব?

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম–

'হজ্জের এ বিষয়গুলো তুমি কার কাছে শিখেছ?'

সে বলল-

'হায় আল্লাহ! আমার আবার শিক্ষা! আমি আতা ইবনে আবী রাবাহকে এরকম করতে দেখেছি। তারপর থেকেই কথাগুলো সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি।'*

***

আতা ইবনে আবী রাবাহ-এর হাতে প্রচুর পার্থিব ধন ঐশ্বর্য এসে ধরা দিয়েছে কিন্তু তিনি অত্যন্ত কঠিনভাবে সেগুলো উপেক্ষা করেছেন, সামান্যতম ভ্রুক্ষেপও সেদিকে করেন নি। জীবনটা এতই সাধারণভাবে কাটিয়েছেন যে তাঁর পরনে থাকত মাত্র পাঁচ দেরহামের একটি জীর্ণ পোশাক।

শাসকগোষ্ঠী তাঁকে শাসনকার্যে অংশীদার হতে বারবার অনুরোধ করেছেন কিন্তু তাদের দুনিয়া দ্বারা নিজের দীন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি কখনোই সাড়া দেন নি। তথাপিও ইসলামের কল্যাণ অথবা মুসলিম জাতির কোনো উপকারের সুযোগ হলে তিনি শাসকবর্গের দুয়ারে কড়া নাড়াতেন।

এ ব্যাপারে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উঠে এসেছে উসমান ইবনে আতা খুরাসানীর বর্ণনায়। তিনি বলেন–

'আমি পিতার সঙ্গে যাচ্ছিলাম খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের উদ্দেশ্যে। যখন আমরা দামেস্কের কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন হঠাৎ কালো গাধায় চড়া এক বৃদ্ধকে দেখলাম। যার শরীরে ছিল মোটা বুননের পুরাতন এক জীর্ণ জোব্বা, আর মাথায় লেপটে ছিল একটি চিটচিটে টুপি। তার পা দুটো ছিল সাধারণ ও সস্তা রেকাবে আটকানো। এইসব দেখে আমি ফিক করে হেসে ফেললাম। পিতাকে বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম–

'এ আবার কে?!'

'চুপ কর গাধা! ইনি হলেন ফকীহ সম্রাট আতা ইবনে আবী রাবাহ...'

পিতার এই চোখ রাঙ্গানী খেয়ে আমি চুপসে গেলাম।

তিনি যখন আমাদের কাছাকাছি পৌঁছলেন, পিতা খচ্চর থেকে নামলেন আর তিনি নামলেন কালো গাধার পিঠ থেকে। তারা আলিঙ্গন করলেন উভয়ে উভয়কে। সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় সেরে তারা আবার নিজ নিজ বাহনে চড়ে বসলেন। একসঙ্গে রওনা হলেন। চলতে চলতে তারা খলীফা হিশামের দুয়ারে গিয়ে থামলেন।

* ঘটনাটির সূত্র নির্ভরযোগ্য নয়।

সামান্য অপেক্ষার পর তাদেরকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল।

পরে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম–

'এরপরে কী হয়েছিল?'

তিনি জবাব দিলেন–

খলীফা হিশাম যখন জানলেন যে, আতা ইবনে আবী রাবাহ দরজায় অপেক্ষা করছেন তখন তিনি নির্দেশ দিলেন– তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেতে। খলীফা দেখামাত্রই 'মারহাবা' 'মারহাবা' বলে তাঁকে স্বাগতম জানালেন।

এইখানে বসুন... এইখানে, বলতে বলতে খলীফা তাঁকে একেবারে নিজের সিংহাসনে নিয়ে বসালেন। এত কাছে যে, হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু লেগে গেল।

রাজদরবারে উপস্থিত অভিজাত লোকেরা নিজেদের আলোচনায় মেতে ছিলেন। অচেনা আগন্তুকের প্রতি বাদশার এই সমাদর দেখে তাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

হিশাম জিজ্ঞাসা করলেন–

'হে আবু মুহাম্মদ! আমি কী খেদমত করতে পারি?'

'আমীরুল মুমিনীন! হারামাইনের লোকদের প্রতি দয়া করুন! তারা আল্লাহর প্রেমিক, রাসূলের প্রতিবেশী। তাদের খাদ্য ও পোশাক আশাকের সুব্যবস্থা করুন।'

'তাই করব ইনশাআল্লাহ।'

খলীফা মঞ্জুর করলেন। কেরানিকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দিয়ে বললেন–

'মক্কা-মদীনার লোকদের জন্য পূর্ণ একবছরের খাবার ও পোশাক মঞ্জুরীর কথা লিখে নাও।'

'আবু মুহাম্মদ! বলুন আর কী করতে হবে?'– খলীফার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

'আমীরুল মুমিনীন! হেজায ও নজদের লোকেরা আরবের মূল আদিবাসী, তারা ইসলামের বীরসেনানী, তাদের সাদকার উদ্বৃত্ত তাদের মাঝেই বিলিয়ে দিন।'

'ঠিক আছে, এখন থেকে তাই করা হবে। কেরানি! লিখে রাখ।'

'আবু মুহাম্মদ! আর কিছু?'

‘হাঁ, আমীরুল মুমিনীন! সীমান্ত প্রহরীদের দিকে নজর দিন। ওরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে শত্রুর মুখোমুখি হয়। ইসলামের ধ্বংসকামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাদের যদি ক্ষতি হয়ে যায় তবে সীমান্তের সকল চিহ্ন মুছে যাবে। মেহেরবাণী করে হুকুম দিন তাদের যেন বেতন ও রেশন পেতে কষ্ট না হয়, বিলম্ব না হয়।’

‘তাই হবে, এখন থেকে বেতন ও রেশন তাদের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেয়া হবে।’

‘আবু মুহাম্মদ! বলুন আর কি?’

‘আমীরুল মুমিনীন! আপনার জিম্মি নাগরিকদের উপর সামর্থের অতিরিক্ত করের বোঝা যেন না চাপানো হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।’

‘গোলাম লিখে রাখ। সামর্থের বাইরে জিম্মিদের কর উসূল করা হবে না।’

‘আবু মুহাম্মদ! আর কিছু বলবেন?’

‘হাঁ, আমীরুল মুমিনীন! আর একটি কথা, নিজের মধ্যে তাকওয়া ও পরহেযগারী অর্জন করুন।

ভুলে যাবেন না– আপনি পৃথিবীতে এসেছিলেন একা...

যেতেও হবে একাই...

হাশরের মাঠে আপনাকে উঠানো হবে একা...

আল্লাহর সম্মুখে আপনাকে হিসাব দিতে হবে একা...

আল্লাহর কসম! যাদেরকে আজ সঙ্গে দেখছেন, এরা কেউই আপনার সঙ্গী হবে না।’

কথাগুলো শুনে হিশামের মাথা নিচু হয়ে গেল। খলীফার দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল অঝোরধারায়।

এরপর আতা ইবনে আবী রাবাহ উঠলেন সেখান থেকে, আমিও উঠে পড়লাম তাঁর সঙ্গে।

আমরা যখন সদর দরজার কাছে পৌঁছলাম তখন এক কর্মচারী তাঁর পিছে এসে দাঁড়াল একটি থলে নিয়ে। থলেটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল–

‘আমীরুল মুমিনীন আপনার জন্য এটা পাঠালেন...’

তিনি বললেন–

‘অসম্ভব...

وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ- 'আমি উহার জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পুরস্কার তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহর কাছে মওজুদ রয়েছে।' শু'আরা ঃ ১০৯

বেটা! আল্লাহর কসম, তিনি খলীফার দরবারে গেলেন এবং ফিরে এলেন– এর মাঝে এক ঢোক পানিও খেলেন না।

***

আল্লাহ্ তাআলা আতা ইবনে আবী রাবাহকে এক শ বছর দীর্ঘ এক জীবন দান করেছিলেন...

যে জীবন তিনি পরিপূর্ণ করেছিলেন ইল্‌ম ও আমল দ্বারা...

আলোকিত করেছিলেন নেক কাজ ও তাকওয়ার নূর দ্বারা...

পরিচ্ছন্ন করেছিলেন পার্থিব সম্পদের প্রতি নির্মোহতার দ্বারা...

যখন তাঁর মৃত্যুর সময় হল, দেখা গেল তিনি পার্থিব আসবাবের বাহুল্য ও দুনিয়ার বোঝা থেকে ভারমুক্ত, হালকা।

দেখা গেল পারলৌকিক সম্পদের হিসাবে তিনি বিপুল ধনবান– ঐশ্বর্যবান।

উপরন্তু তাঁর অতিরিক্ত সঞ্চয়–

(ক) সত্তরটি হজ্জ...

(খ) সত্তরটি উকূফে আরাফাহ...

আল্লাহর কাছে তিনি চেয়েছেন– তাঁর রেযামন্দী ও জান্নাত।

আল্লাহর কাছে তিনি পানাহ্ চেয়েছেন– তাঁর নারাজী ও জাহান্নাম থেকে।

***

[হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান কর,
মুসলিম জাতিকে তাঁর আদর্শ অনুসরণের ঐশ্বর্য দান কর।
প্রিয় পাঠক! দয়া করে বল– 'আমীন']